কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির মতবিনিময় সভা

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সাথে শিক্ষক দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার দুপুর ১.৩০ মিনিটের সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মিলানায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গভর্নিং বডির সদস্য ও ২ ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, সদস্য চুন্নু মিয়া ইউসুফ আলী, সদস্য কল্পনা খাতুন, ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম সহ স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক, সহকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারী বৃন্দ।

সভায় সভাপতি মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য আগামীর জন্য দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন ও কর্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। এবং সভাপতি মিজানুর রহমান রানা প্রতিটি ক্লাসে যেয়ে ক্লাস পরিদর্শন করেন, সাথে সকল শিক্ষার্থী দের পড়াশোনায় মনযোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন, এস এস সি এইস এস সি তে রেজাল্ট ১০০% পাস ও এ+ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে হবে। ছাত্র ছাত্রী দের স্কুলে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।প্রয়োজনে অবিভাবকদের শরণাপন্ন হতে হবে। তার পরেও না হলে গভর্নিং বডিকে জানাতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীর যারা বছরে সর্বোচ্চ উপস্থিত থাকবে তাদের আমার পক্ষ থেকে পুরুষ্কার থাকবে।সকল ছাত্র ছাত্রী দের শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক প্রভাষক কর্মচারী বৃন্দ কে স্কুল সুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবো যদি ব্যাত্যয় ঘটে সেই সকল শিক্ষক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রসাশনিক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে। এ্যাসেম্বলির সময় সকল শিক্ষক কে উপস্থিত থাকতে হবে। সময় মত ক্লাসে যেতে হবে এবং নিতীমালা অনুযায়ী ক্লাস গ্রহন করতে হবে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষক মোবাইল ফোন ব্যাবহার করতে পারবেনা।প্রতিটি ক্লাসে হোয়াইট বোর্ড ও মার্কারের ব্যাবহার করতে হবে যাতে করে ছাত্র ছাত্রী ক্লাস বুঝতে সমস্যা না হয়। এবং

গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে।
নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠান ছুটি দিতে হবে তার আগে প্রতিষ্ঠান ছুটি দিলে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জবাবদিহি করা হবে। যার যথাযথ কারন অবশ্যই দেখাতে হবে।
এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধান গভর্নিং বডির কাছে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নে সহযোগিতা কামনা করেন।

এবং সকল শিক্ষক বৃন্দদের সাথে মতামত গ্রহন করেন আগামী বোর্ড পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রী দের রেজাল্ট ভালো করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।সে অনুযায়ী পরিকল্পনা ও ব্যাবস্থা গ্রহন করে সভার সমাপ্তি করেন।

জীবননগরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে পুলিশের মতবিনিময় সভা

জীবননগর থানা পুলিশের সাথে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দেরে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে থানা ক্যাম্পাসে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এসএম জাবিদ হাসান। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন,জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাকিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আবু সাইদ, জীবননগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি যাদব প্রমানিক, সাধারন সম্পাদক নারায়ন ভৌমিক, উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রমেন বিশ্বাস,সাধারন সম্পাদক সাগর বিশ্বাস। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, প্রশান্ত দাস, সরজিত কর্মকার, বিপ্লব কুমার পাল, জীবন সেন, নিত্য কর্মকার।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাকিয়া সুলতানা বলেন,পূজা চলাকালীন সময়
এবং দুর্গা বিসর্জনের সময় সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাউকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেয়া যাবে না। অপরাধীদের ব্যাপারে পুলিশের তৎপরতাও থাকবে। সকল ধর্মের মানুষ শান্তিপুর্ণ ভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করবে এবং পুলিশ সে ব্যাপারে সকল ধরনের সহযোগীতা দিবে।

মেহেরপুরে জেলা কমান্ড্যান্টের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা-কর্র্মচরী, ভাতাভোগী সদস্য-সদস্যা ও ইউনিয়ন দলনেতা/দল নেত্রীদের সাথে নব যোগদানকৃত জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত তার বক্তব্যে বলেন, জেলা কমান্ড্যান্ট বাহিনীর সুনামকে বৃদ্ধি কল্পে অধিকতর তৎপর হওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে জেলার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাহিনীর মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে উক্ত সভায় সকলকে অবহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুটান্ট মোঃ আল-মামুন, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ মিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) টিআই ফেরদৌসী বানু প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় লোকমোর্চার মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা

চুয়াডাঙ্গায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জেলা লোকমোর্চার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা এগারোটায় চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টারের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা লোকমোর্চার সভাপতি এ্যাড. বেলাল হোসেন। সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্হানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমুহ জনবান্ধব লোকমোর্চার প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও লোকমোর্চা।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি। এরপর বাল্য বিবাহের অশুভ পরিণাম ও প্রতিরোধে করণিয়সহ জেলা লোকমোর্চার পক্ষ থেকে প্রশাসনের নিকট দাবিনামা তুলে ধরেন অতিথিদের মাঝে কিশোর কিশোরী ক্লাবের মেন্টর উম্মে মায়মুনা। এরপর নিজের বাল্যবিয়ে নিজে কি ভাবে প্রতিরোধ করেছে তার অনুভূতি প্রকাশ করেন আনিকা। বাল্যবিবাহ হিন্দু ধর্মের কথা নিয়ে আলোচনা করেন দেবেন্দ্রনাথ বাবু লাল। ইসলামের বাল্য বিবাহের সমুহ নিয়ে আলোচনা করেন সভায় কাজি শামসুল হক। এরপর অতিথি ও উপস্থিত লোকমোর্চার সদস্যগণদের সাথে সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে জেলার কাজিদের সাথে আলোচনা করা হয়। এসময় সভাটি উপস্থাপন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আব্দুল আলিম সজল।

এসময় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। বাল্যবিবাহের প্রতিটা আইন কার্যকর হচ্ছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হলে মানসিক আর বিবেক টা কে ত্যাগ করতে হবে। বাল্য বিবাহ নিয়ে সরকার অটুট। বাল্যবিবাহ সবাইকে বন্ধ করতে হবে।

বাল্যবিয়ে একটি অপরাধ। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হলে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। বাল্যবিবাহ যারা সাহায্য করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তি দেওয়া হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন করতে হবে তাহলে বাল্য বিবাহ বন্ধ হবে। পরিবার থেকে নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা থাকলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যাবে। বাল্যবিবাহের সাহায্য কারিদের ধরে নিয়ে এসে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম, সদর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক পারভীন লাইলা, সহ-সভাপতি নাবিলা রুখসানা ছন্দা, ও নাসির আহাদ জোয়ার্দার, দপ্তর সম্পাদক নাসির জোয়ার্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, জেলা লোকমোর্চার প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, নির্বাহী সদস্য সেলিমুল হাবিব সেলিম, লোকমোর্চার সদস্য জামান আক্তার, নুরুনাহার কাকলি, শিরিনা ইয়াসমিন, ইলিয়াস হোসেন, শেখ লিটন, উম্মে হাবিবা, হেলেনা নাসরিন, আঞ্জুমান আরা, জেলা লোকমোর্চার সচিব ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার কানিজ সুলতানা, প্রমুখ।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১২টায় গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক অতিরিক্ত সচিব আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ড.আশরাফুল ইসলাম।

মুক্তিযোদ্ধারা বলেন,বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত কারণে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নৌকার পক্ষ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

সাবেক সহকারী কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফের সঞ্চালনায় এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান, আব্দুল জলিল ও ইদ্রিস আলী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ উপস্থিত।

সরকারের উন্নয়ন তৃণমুল পর্যায়ে পর্যন্ত পৌছে গেছে -এমপি খোকন

রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার বহুতল ভবন নির্মাণ, গাংনী উপজেলার প্রশাসনিক ভবন, সাব রেজিস্ট্রার ভবন, মসজিদ নির্মাণ, নদী খনন থেকে শুরু করে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, শিশু ভাতা সব কিছুর উন্নয়ন হয়েছে। সাংবাদিকদের উচিৎ সরকারের উন্নয়নগুলো তুলে ধরা। তিনি বলেন সাংবাতিকতায় দল মতবাদ থাকতে পারে। কিন্তু দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিত্রটি তুলে ধরা উচিৎ।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়কালে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদ বিশ্বাস পচু,

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সামসু্জ্জামান মঙ্গল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, সাহাজুল সাজু, মাসুদ রানা প্রমুখ। এসময় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন আরও বলেন, আমি এমপি হওয়ার আগে গাংনী উপজেলার শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে চেয়েছি। আমার স্বপ্ন ছিল প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করে আমাদের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। এমন স্বপ্ন থেকে মহান জাতীয় সংসদে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় দাবী করেছি। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আমাদের জেলাতে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছেন। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ ফোর লেনসহ বারবার দাবী করেছি প্রধানমন্ত্রী আমাদের মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি ফোর লেনসহ অনুমোদন দিয়েছেন। যা এখন চলমান রয়েছে। যেসব এলাকার রাস্তা-ঘাটে কাঁদায় চলাচল করা যেতো না সেইসব রাস্তাগুলি এখন পাকা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। মানুষ স্বচ্ছন্দে চলাচল করছে। এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি আইন শৃংখলার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এখন গোয়ালের গরু পাহারা দেওয়া লাগেনা। রাতে কৃষকরা তাদের গোঁয়ালে গরু রেখে আরামে ঘুমাতে পারেন।

এমপি খোকন আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা এই সরকারের আমলে আরামে ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা করছেন। কেউ তাদের কাছে গিয়ে চাঁদা দাবী করেনা। জোর জুলুম বা মাস্তানী নেই। এই উপজেলার মানুষ এখন রাজনৈতিক হানাহানি থেকে মুক্ত রয়েছেন।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে

মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সানোয়ার হোসেন সানু, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ৭ টি এন্ড্রয়েড টিভি, ৭ টি সাউন্ড বক্স, ৪৮টি ফ্যান, ৬০টি ডাস্টবিন, ১০টি সাইকেল, ২৩টি সেলাই মেশিন, মোট সাড়ে আট লাখ টাকার শিক্ষাও উপকরণ সেলাই মেশিন বাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূজা উদযাপন কমিটির

সাথে মতবিনিময় সভা

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ বেলা সাড়ে বারোটার সময় জেলার সকল পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ প্রতি বছর পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পুলিশ সুপার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এই প্রথম সকল কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিকতার অবসান ঘটিয়ে সম্মিলিতভাবে একত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করতে সম্মত হন।

উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমানসহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দুর্নীতি কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি কমিটির সদস্যদের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনার (অনুসন্ধান)

আছিয়া খাতুন। এ সময় তিনি বলেন, কেবল আইন করে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে সারা দেশের জনগণসহ তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করার কার্যক্রম চলছে। এরপরও যারা নিয়ম-কানুন না মেনে দুর্নীতি-অনিয়ম করেছে, অবৈধভাবে অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে তাদের জন্য বার্তা হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশন তৎপর রয়েছে। যেকোনো বিষয় দল মত নির্বিশেষে কমিশন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় তিনি সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনগণকে হাসিমুখে সেবা দিতে হবে। সেবা নিতে গিয়ে মানুষ যেন হয়রানির স্বীকার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে সততা স্টোর বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভাগীয় পরিচালক মনজুর মোর্শেদ, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন,চুয়াডাঙ্গা জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে মহিলাদের নিয়ে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মত বিনিময় সভা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল চারটার দিকে মল্লিক পাড়ায় আলোচনা সভার আয়োজন করে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকাসক্তি ও প্রতিরোধের বিভাগীয় প্রধান প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের এরিয়া ম্যানেজার ওসমান গনি। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা কাউন্সিলর রেক্সোনা কামাল রেনু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের হিসাব রক্ষক রিতা সাহা, কর্মী সেলিম রেজা, মমতাজ বেগম, দিলরুবা খাতুনসহ দেড় শতাধিক মা ও বোনেরা।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মাদক তথা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নারী-পুরুষ, যুবসম্প্রদায় কিশোর-কিশোরীরাও মাদকের ভয়ংকর ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ নেশা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করবে। সৃষ্টি হবে একটি পঙ্গু ও জরাগ্রস্ত সমাজ। মানুষ একবার নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সহজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। নেশার কৃষ্ণ সম্পর্কে নিজ পরিবারসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের যুবসমাজ বিপথে চালিত হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যুবসম্প্রদায়ের মেধাশক্তি বিনষ্ট হয়। অথচ উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য দরকার মেধা ও দক্ষ নেতৃত্বসম্পন্ন যুবসমাজ। তাই সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় মানুষদের নিয়ে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মত বিনিময় সভা এবং লিফলেট বিতরণ।